নবীজি (সঃ) উত্তরে বললেন; 'আল্লাহ ব্যতীত কোন উপাস্য নেই এবং মোহাম্মদ (সা:) তাঁর রসূল, এ ঘোষণা করবে, নামাজ কায়েম করবে, যাকাত দেবে, রমজানের রোজা রাখবে এবং বায়তুল্লাহর হজ্জ করবে- যদি তুমি সেখানে পৌঁছতে সমর্থ হও, উমরাহ করা, জানাবাতের গোসল করা, পরিপূর্ণভাবে অজু করা... এটাই হল ইসলাম'।

- এই অংশ থেকে আরো প্রমাণিত হয় যে একজন মানুষ তাঁর জ্ঞান অর্জন শুরু করবে ইসলামের সংজ্ঞা দিয়ে, ইসলামকে জানবে, এরপর ঈমানকে জানবে। কারণ দ্বীনের মূলই হলো এই দুটি। তাই ইসলাম ও ঈমানের আরকান জানার মাধ্যমেই জ্ঞানের সূচনা হতে হবে।
- আসলে রাসূল (সঃ) যা জানেন তা তো জিবরিলই উনার কাছে নিয়ে আসতেন। আর যে বিষয়ে তিনি প্রশ্ন করেছেন তা সাহাবীরা কিছু কিছু আগে থেকেই জানতেন, যেমন ঈমান, সালাত, যাকাত এসব। কিন্তু সবগুলো এক আলোচনায় বা এক তালিকায় কখনও শুনেননি। তাই এবার বিষয়টি নিয়মতান্ত্রিকভাবে সবার সামনে চলে এলো।
- আরেকটি বিষয় হলো, জিবরিল তো অনেক দূরের মুসাফির হিসেবে এসেছেন। এখন ইসলাম, ঈমানের সংজ্ঞা জানতে চাওয়ার ফলে উত্তরে সাহাবিদের জানা বিষয়ই উঠে আসার কারণে এই বিষয়টিও পরিস্কার হয়ে গেলো যে, দ্বীনের মৌলিক নীতি ও বিধান কাছের দূরের সকলের জন্যেই এক রকম। এখানে ভৌগলিক দূরত্বের কারণে হুকুমে কোনো তারতম্য হবেনা। এবং এই কথাও ইঙ্গিত রয়েছে যে, ইসলাম একটি আন্তর্জাতিক ও আন্তর্জাগতিক দ্বীন। যা দূর দূরান্তের মানুষের জন্যেও সমান ও সাম্যের বার্তা বহন করে।

ইবনে জুযী আল-গরনাত্বী বলেন, ইসলামের শাব্দিক অর্থ হলো- আত্মসমর্পণ। শরীয়তের ভাষায় এর অর্থ দাঁড়ায়- শারীরিক ও মৌখিক সম্মতির মাধ্যমে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের প্রতি পূর্ণ আত্মসমর্পণ। আর শাব্দিকভাবে ঈমান হলো- সত্যায়ন। শরীয়তের পরিভাষায় ঈমান হলো- আল্লাহ্, তাঁর ফেরেশতা, কিতাব, রসূল, আখেরাতের প্রতি পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করা। এ পরিপ্রেক্ষিতে ইসলাম ও ঈমান আলাদা বিষয়বস্তু।

ইসলাম ও ঈমান এই দুই পরিভাষা যখন একই বক্তব্যে বর্ণিত হয় তখন বুঝতে হবে এই দুইটি আলাদা অর্থ বহন করছে। আর যদি এ দুইটির শুধু যেকোনো একটি উল্লেখ হয় তখন বুঝতে হবে এর থেকে উভয়টিই উদ্দেশ্য।

ইসলামের স্তম্ভ পাঁচটি। কালেমা, নামাজ, রোজা, হজ ও জাকাত। কালেমা হলো, 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ।' এর অর্থ হলো, আল্লাহ ছাড়া কোনো সত্য উপাস্য নেই এবং মুহাম্মদ (সা.) আল্লাহর রাসুল।

এই দুটি বাক্যের সাক্ষ্যদানের মাধ্যমেই একজন কাফির মুসলিম হয়ে যায়। আর এই শাহাদাত স্বীকার না করার কারণেই আহলে কিতাবগণ সর্বসম্মতিক্রমে কাফের। ইসলামের এ সকল আমলগুলোর কোন একটিও যদি কেউ অস্বীকার করে সে কাফির হয়ে যাবে।

এজন্য এই দুই বাক্য ও সাক্ষ্য মিলে ইসলামের একটি একক রুকুন গড়ে উঠেছে। কারণ এই দুইটি বাক্যই একটি বিষয়ের দিকে চূড়ান্ত হয়। আর তা হলো 'ইবাদতের বিশুদ্ধতা'। কেননা এই দুই বিষয়ের সাক্ষ্য ও চর্চা ছাড়া ইবাদত শুদ্ধ হবেনা। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ- যা দ্বারা ইখলাসের বাস্তবায়ন ঘটে। মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ- যা দ্বারা আনুগত্য ও অনুসরণের প্রতিষ্ঠা ঘটে। এবং মুহাম্মদকে (সঃ) অনুসরণের সাক্ষ্যের মাধ্যমে এই বিশ্বাসের প্রতিফলন ঘতে যে, তিনি যা বলেছেন তা সত্য বলে স্বীকার করা। তাঁর আনিত প্রতিটি সত্যকে অবশ্য-বিশ্বাস্য বলে মেনে নেয়া। নিজের কল্পনা, যুক্তি কিংবা ধারণাপ্রসূত মূল্যায়ন দিয়ে এর বিরোধিতার ধারেকাছেও না যাওয়া। কারণ নিজের বিবেক ও আবেগকে বশীভূত করা পূর্বক ইমান আনয়ন না করলে তা প্রকৃত ঈমানই না। এ বরং প্রবৃত্তির অনুসরণ, হেদায়েতের কারণ নয়। যে মানুষ মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ (সঃ) এর আনিত সত্যকে মনেপ্রাণে বিশ্বাস করবে সে স্বতস্ফুর্তভাবেই বলবেঃ সামি'না, আমান্না, সদাকনা। (শুনলাম, ঈমান আনলাম ও বিশ্বাস করলাম)।

ইসলামের পাঁচ স্তম্ভঃ

১. কালেমার মর্মকথা হলো, আল্লাহ ছাড়া কোনো সত্য উপাস্য নেই—এ কথা মনেপ্রাণে বিশ্বাস করে মুখে উচ্চারণ করা এবং এর দাবি অনুযায়ী আমল করা। পাশাপাশি রাসুল (সা.)-এর নিয়ে আসা শরিয়ত মোতাবেক আমল করা। এবং তিনি যেসব বিষয় সম্পর্কে সতর্ক করেছেন সেগুলো থেকে বিরত থাকা।

- **কালিমাকে বলা হয় ইখলাসের বাক্য। অর্থাৎ তাওহীদ প্রমাণ করতে ইখলাস ছাড়া ভিন্ন কোনো পথ নেই। এই কালিমার প্রথম অংশ "লা ইলাহা" হলো সমস্ত বাতিল ইলাহকে নাকচ করার শর্ত, শেষ অংশ "ইল্লাল্লাহ" হলো চিরসত্য ইলাহ আল্লাহুর অস্তিত্ব স্বীকৃতি দেয়ার ঘোষণা।**
- **এই কালিমার অর্থের মধ্যে আছে আল্লাহর ভালবাসা ও আনুগত্য সবকিছুর উর্ধে রাখা।**

লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ ও মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ'র সাক্ষ্য দাবী করে- আল্লাহ ও রাসূলের আনিত বিষয়ে দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন করা। তাঁদের নির্দেশাবলীর অনুগত হওয়া। নিষেধাজ্ঞা ও সতর্কতা থেকে বেঁচে থাকা। তাঁদের বিধানকৃত পদ্ধতি ছাড়া অন্য কোনো পন্থায় ইবাদত পালন না করা। এই দুই বাক্যের সাক্ষ্য ইবাদতের দুই প্রধান শর্তকে একত্রিত করেছে। এক, আল্লাহর প্রতি ইখলাস। দুই, রাসূলের দেখানো পদ্ধতির অনুসরণ। কারণ যে সাক্ষ্য দিবে- আল্লাহ ছাড়া আর কোন সত্য ইলাহ নাই, সে অবশ্যই আল্লাহর প্রতি একনিষ্ঠ হবে। আর যে সাক্ষ্য দিবে- মুহাম্মদ আল্লাহর রাসূল, সে অবশ্যই তাঁকে ছাড়া অন্য কারো পথ অনুসরণ করবেনা।

- "ইসলাম" এবং "ঈমান" শব্দদ্বয় যখন একসাথে একই বাক্যে উল্লেখ হবে তখন প্রতিটির আলাদা অর্থ হবে। যখন কোন একটি উল্লেখ হবে তখন একটি অপরটির অর্থ বহন করবে। আরবী ভাষায় এই ধরণের প্রয়োগ দেখা যায়। যেমন "তাকওয়া" ও "বিরর" শব্দদ্বয়, ইসম ও উদওয়ান শব্দদ্বয়, ফকির ও মিসকিন শব্দদ্বয়। যেমন সূরা হুজুরাতের শেষে আল্লাহ এসেছে- তোমরা বলোনা যে আমরা ঈমান এনেছি, বরং বলো আমরা ইসলাম গ্রহণ করেছি।
- শাহাদাত অর্থ জানা বা মনেপ্রাণে জ্ঞাত হওয়া। ইলাহ শব্দের অর্থ মা'বুদ। মুহাম্মাদ রাসুলূল্লাহ (সঃ) সাক্ষ্য দেয়ার মানে হলো তাঁর রিসালাতে বিশ্বাস করা, তাঁর আনিত আদেশের অনুগত হওয়া, তাঁর আনিত নিষেধাজ্ঞা থেকে বিরত থাকা।

২. সালাত ইবাদতসমূহের মধ্যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত। এটি এমন এক ইবাদত, যা বিশেষ কিছু কথা ও কর্মকে শামিল করে, 'আল্লাহু আকবার' দিয়ে সালাত শুরু হয় এবং 'আসসালামু আলাইকুম' বলে শেষ হয়।

- **প্রতিদিন পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায় করা সবার জন্য ফরজ। হাদিসে সালাতকে ইসলামের মূল খুটি বলে অভিহিত করা হয়েছে। এই সালাতের ব্যাপারেই সর্বপ্রথম হিসাব নেয়া হবে। এটিই একজন মানুষের ইসলামের প্রকাশ্য মানদন্ড। রাসূলুল্লাহ'র (সঃ) শেষ অসিয়তের একটি ছিলো এই সালাত। এই সালাতের হিসাব নিয়েই মানুষ হাশরের ময়দানে সর্বপ্রথম রব্বের সামনে দাঁড়াবে। তাঁর মুখোমুখী হবে। প্রথম সাক্ষাৎ হবে এই সালাতের হিসাব নিয়েই।**
- **সালাত কায়েম ২ প্রকার। প্রকাশ্য কায়েম যা সালাতের ফরজ, ওয়াজিব, সুন্নত, শর্ত, মুস্তাহাব রুকুন, ওয়াক্ত, ইত্যাদিকে বুঝায়। আর অপ্রকাশ্য কায়েম অর্থ খুশু-খুজু বজায় রাখা।**
- ইকামাতুস সালাত অর্থ সঠিক পদ্ধতিতে সঠিকভাবে সালাত আদায় করা। কেউ যদি আসরের নামাজ সূর্য ঢলে পড়ার পর আদায় করে তাহলে তা ইকামাতুস সলাত হলো না। আদায় হতে পারে, তবে ইকামাত না। এই সালাতকে রাসুলূল্লাহ (সঃ) মুনাফিকদের সালাত বলেছেন।

৩. জাকাত শব্দের অর্থ বৃদ্ধি পাওয়া, বেশি হওয়া। নির্ধারিত সময়ে নির্দিষ্ট গোষ্ঠীর জন্য নির্ধারিত সম্পদ ব্যয় করার নাম জাকাত। কোরআনে বহু স্থানে সালাতের সঙ্গে জাকাতের আলোচনা হয়েছে।

- **আল্লাহর কিতাব ও রাসূলের সুন্নতে জাকাত হলো সালাতের পাশাপাশি অবস্থান করা স্তম্ভ। এটি আর্থিক ইবাদত। এই ইবাদত পালনের মাধ্যমে ধনীর যেমন নিজের দায়িত্ব আদায় হয়, তেমনি গরীবের আর্থিক স্বচ্ছলতা অর্জিত হয়।**
- **যাকাত আদায়ের অর্থ হলো, নির্দিষ্ট সম্পদ থেকে নির্দিষ্ট পরিমাণ নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে নির্দিষ্ট সম্পদ নির্দিষ্ট খাতে ব্যয় করে ইবাদত পালন করাকে যাকাত বলে।**

IQRA Online Academy

৪. রোজার আরবি হলো সিয়াম। সিয়ামের শাব্দিক অর্থ বিরত থাকা। সুবহে সাদিক উদিত হওয়ার পর থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত সব ধরনের পানাহার ও যৌন সম্ভোগ থেকে বিরত থাকার নাম রোজা।

- **রমজান হলো এমন এক মাস যা আসার ছয় মাস আগে থেকেই প্রস্তুতি নেয়া হতো রাসূলুল্লাহ'র যুগে। এটি এমন এক ইবাদত যা অন্তর ও দেহকে একই সাথে পরিশুদ্ধ করে। এটি এমন এবাদত যার নির্দিষ্ট বিনিময় নেই। এর বিনিময় কেবল আল্লাহ নিজেই দিবেন। তাই এই রুকনের গুরুত্ব অপরিসীম। যা তাকওয়া অর্জনের বিশেষ পাথেয়।**

পুরো রমজান মাস সিয়াম পালন করা ফরজ। এ ছাড়া বছরের বিভিন্ন সময়ে নফল রোজা রয়েছে।

৫. হজ শব্দের অর্থ ইচ্ছা করা। নির্ধারিত শর্তসহ নির্দিষ্ট সময়ে বিশেষ পদ্ধতিতে ইবাদত করার জন্য মক্কায় গমনের ইচ্ছা করাকে হজ বলে। সামর্থ্যবান ব্যক্তির ওপর গোটা জীবনে একবার হজ করা ফরজ।

- **হজের ব্যাপারে বলা হয়েছে এর বিনিময় জান্নাত ছাড়া আর কিছু নয়। হজ আল্লাহর নৈকট্য অর্জনের প্রকাশ্য ও অদৃশ্য ইবাদত। এই ইবাদতটিকে আল্লাহ ইসলামের রুকনের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করার পিছনে রহস্য হলো- প্রতিটি মুসলিমকে আর্থিক ও শারীরিকভাবে সামর্থ্যবান হওয়ার অনুপ্রেরণা দেয়া। একইভাবে যাকাত। মুসলিম মাত্রই অর্থনৈতিকভাবে সাবলম্বী হবে এটাই এইসকল মৌলিক রুকনের পিছনে থাকা নিহিত উদ্দেশ্য।**

ইসলামের এই পাঁচ রুকন কি কেবল মুসলিমদের উদ্দেশ্যে নির্দেশিত? এই কথার উপর সকল উলামাগণ একমত যে, কালিমা বা শাহাদাতের সাক্ষ্য দেয়ার দাবি মুসলিম ও কাফির সবার দিকেই দেয়া হয়েছে। বাকি চার রুকন সালাত, যাকাত, সাওম ও হজের ব্যাপারে ভিন্নমত থাকলেও সঠিক কথা হচ্ছে, কাফেররাও এই ফরজ আদায়ের আদেশের অন্তর্ভুক্ত আছে। তবে শাহাদাত আদায় করা ছাড়া এসব আদায় করলেও কোনো কাজে আসবেনা।

IQRA
Online Academy

- হাদিসের এই অংশে মূলত দ্বীনের বাহ্যিক ও প্রকাশ আমলগুলোকে পরিচয় করিয়ে দেয়া হয়েছে। যাকে ইসলাম বলে সংজ্ঞা দেয়া হয়েছে। বিষয়টি বুঝা যায় শেষে অজু, গোসল ও ওমরার সংযুক্তির মাধ্যমে। এভাবে সব ধরণের ফরজ, ওয়াজিব, সুন্নত অন্তর্ভুক্ত। এমনকি হারাম কাজ থেকে বেঁচে থাকাও ইসলামের অংশ। আর পরের অংশে ঈমানকে পরিচয় করা হয়েছে যা দ্বীনের অপ্রকাশ্য ও অন্তরের আমল।